পুঠিয়ার ঐতিহ্য:

রাজবাড়ী ও মন্দির সমূহ

ব্যবস্থাপনায়: উপজেলা প্রশাসন, পুঠিয়া

ও

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

পুঠিয়া রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

পুঠিয়া রাজবংশ মুঘল সম্রাট আকবর এর সময় (১৫৫৬-১৬০৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় পুঠিয়া লস্করপুর পরগনার অর্ন্তগত ছিল। ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর এর সুবেদার মানসিংহ বাংলা দখল করার সময় পুঠিয়া এলাকার আফগান জায়গীরদার লস্কর খানের সাথে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পুঠিয়া রাজবংশের প্রথম পুরুষ বৎসাচার্য যিনি পুঠিয়ায় একটি আশ্রম পরিচালনা করতেন, তিনি মানসিংহকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করায় লস্কর খান পরাজিত হন। এ জন্য মানসিংহ বৎসাচার্যকে পুঠিয়া এলাকার জমিদারী দান করেন। বৎসাচার্য জমিদারী নিজ নামে না নিয়ে তার পুত্র পীতম্বর এর নামে বন্দোবস্ত নেন। পীতম্বর জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করেন। পীতম্বর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তার সহোদর নীলাম্বর জমিদারী প্রাপ্ত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে রাজা উপাধি দান করেন। নীলাম্বর এর মৃত্যুর পর পুত্র আনন্দরাম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। আনন্দরাম এর একমাত্র পুত্র রতিকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সকল সম্পত্তির মালিক হন। রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়নের পর তার একমাত্র পুত্র প্রেমনারায়ন রাজ্যাধিকার পান। প্রেমনারায়ন এর পুত্র অনুপনারায়ণ এর সময় পুঠিয়া জমিদারীটি বার্ষিক ১,২৫,৫১৬ টাকা খাজনায় মুর্শিদকুলী খানের সাথে বন্দোবস্ত হয়। অনুপনারায়ণের চারপুত্র (নরেন্দ্র, মেদ নারায়ন, রুপ নারায়ণ ও প্রাণ নারায়ণ) এর মধ্যে ১৭৪৪ সালে রাজ স্টেট বিভক্ত হয়। বড় ভাই নরেন্দ্র নারায়ণের অংশে পাঁচ আনা এবং ছোট তিন ভাই এর অংশে সাড়ে তিন আনা নির্ধারিত হয়। বড় ভাই নরেন্দ্র নারায়ণের অংশ পাঁচ আনি এস্টেট এবং রুপ নারায়ণের অংশ চার আনি এস্টেট নামে পরিচিত। নরেন্দ্র নারয়নের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবেন্দ্রনাথ ১৮০৯ সালে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ভুবেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র জগন্নারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী ভুবনময়ী হরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক নেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়নের পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর পূর্বে সকল সম্পত্তি স্ত্রী শরৎসুন্দরীর নামে দিয়ে যান। শরৎসুন্দরী ১৮৬৬ সালে রাজশাহীর গুনাইপাড়ার কেশবকান্ত চক্রবর্তীর পুত্র রজনীকান্তকে দত্তক নিয়ে নাম দেন যতীন্দ্রনারায়ণ। শরৎসুন্দরী শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে প্রচুর দান করতেন। তার অজস্র দান ও নিঃস্বার্থ জনসেবায় মুগ্ধ হয়ে ১৮৭৪ সালে বৃটিশ সরকার তাকে "রানী" উপাধিতে এবং পরবর্তিতে ১৮৭৭ সালে "মহারানী" উপাধিতে ভূষিত করেন। কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ ১৮৮০ সালে ঢাকা জেলার ভূবনমোহন রায়ের কন্যা হোমন্তকুমারী দেবীকে বিয়ে করেন। হোমন্তকুমারী দেবী ১৫ বছর বয়সে ৬ মাসের সন্তান গর্ভে নিয়ে বিধবা হন। তিনি পুঠিয়ার বিরাট রাজ প্রাসাদটি নির্মাণ করে শাশুড়ী মহারানী শরৎসুন্দরী দেবীর শ্রদ্ধায় উৎসর্গ করেন। হেমন্তকুমারী দেবী বহুসংখ্যক সৎকাজের জন্য লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০১ সালে "রানী" এবং ১৯২০ সালে লর্ড আরউইনের আমলে "মহারানী" উপাধিতে ভূষিত হন। তার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সারাদেশে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে গণজাগরণ ঘটলে ক্রমান্বয়ে পুঠিয়া রাজবংশেরও বিলোপ ঘটে।

পুঠিয়ার পুরাকীর্তি: পুঠিয়ার জমিদার/রাজাগণ প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এবং ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন স্থাপত্য কাঠামো ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মন্দির নির্মাণ করেন, যা আজও কালের সাক্ষী হিসাবে টিকে আছে। পুঠিয়ায় অবস্থিত অধিকাংশ মন্দিরে পোড়ামাটির ফলক স্থাপিত আছে। এখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে পাঁচআনি রাজবাড়ী বা পুঠিয়া রাজবাড়ী, চারআনি রাজবাড়ী ও ১৩টি মন্দির রয়েছে। পুঠিয়ার প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে ১৪টি স্থাপনা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষনা করেছে।

পাঁচআনি জমিদারবাড়ি বা পুঠিয়া রাজবাড়ী:

১৮৯৫ সালে মহারানী হেমন্তকুমারী দেবী আকর্ষনীয় ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে আয়তাকার দ্বিতল বর্তমান রাজবাড়ীটি নির্মাণ করেন। ভবনের সম্মুখ ভাগের স্তম্ভ, অলংকরন, কাঠের কাজ, কক্ষের দেয়ালে ও দরজার উপর ফুল ও লতাপাতার চিত্রকর্ম চমৎকার নির্মাণ শৈলীর পরিচয় বহন করে। রাজবাড়ীর ছাদ সমতল, ছাদে লোহার বীম, কাঠের বর্গা এবং টালি ব্যবহৃত হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য রাজবাড়ির চারপাশে পরিখা খনন করা হয়েছিল।

(চিত্র-১: পুঠিয়া রাজবাড়ী)

গোবিন্দ মন্দির:

পুঠিয়া পাঁচআনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত গোবিন্দ মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি। একটি উচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গাকার নির্মিত মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি কক্ষ ও চার কর্ণারে রয়েছে ৪টি বর্গাকৃতির ছোট কক্ষ। গর্ভগৃহের চারপাশে ৪টি খিলান প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের কার্ণিশ সামান্য বাকানো। মন্দিরের পিলার ও দেয়াল অসংখ্য দেব-দেবী, যুদ্ধের সাজসজ্জা, ফুল ইত্যাদির পোড়ামাটির ফলক দ্বারা

(চিত্র-২: গোবিন্দ মন্দির)

সজ্জিত। প্রেম নারায়ণ রায় আঠার খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে এই মন্দির নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।

ছোট আহিক মন্দির: পুঠিয়া রাজবাড়ীর দক্ষিণ পাশে এ মন্দির অবস্থিত। আয়তাকার নির্মিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এ মন্দিরের পূর্বদিকে পাশাপাশি ৩টি এবং দক্ষিণ দেয়ালে ১টি খিলান দরজা আছে। মন্দিরের ছাদ দোচালা আকৃতির এবং আংশিক বাকানো। মন্দিরটি আঠার খ্রিস্টাব্দে প্রেম নারায়ণ কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়।

(চিত্র-৩: ছোট আহিক মন্দির)

(চিত্র-৪: ছোট শিব মন্দির)

ছোট শিব মন্দির: বর্গাকারে নির্মিত ছোট আকৃতির এ মন্দিরটি রাজবাড়ী হতে ১০০ মিটার দক্ষিণে পুঠিয়া-আড়ানী সড়কের পূর্বপাশে অবস্থিত। মন্দিরের দক্ষিণ দেয়ালে ১টি মাত্র খিলান প্রবেশপথ আছে। মন্দিরের কার্ণিশগুলো আংশিক বাকানো এবং পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত।

দোল মন্দির: পুঠিয়া বাজারের মধ্যে অবস্থিত বর্গাকারে নির্মিত ৪ তলা বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য ইমারত। মন্দিরের চতুর্থ তলার উপরে আছে গম্বুজাকৃতির ছাদ। পুঠিয়ার পাঁচআনি জমিদার ভুবেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

(চিত্র-৫: দোল মন্দির)

বড় শিব মন্দির: পুঠিয়া বাজারে প্রবেশ করতেই হাতের বাম পাশে শিবসাগর নামক দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বড় শিব মন্দির অবস্থিত। ১৮২৩ সালে নারী ভূবনময়ী দেবী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। উচু মঞ্চের উপর নির্মিত মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে সুপ্রশস্ত সিড়িসহ প্রধান প্রবেশপথ। মন্দিরের চারপাশে টানা বারান্দা এবং বারান্দায় রয়েছে ৫টি করে খিলান প্রবেশপথ। মন্দিরের উত্তর পাশে অবস্থিত দীঘিতে নামার জন্য বাঁধানো ঘাট রয়েছে। চারকোণে ৪টি ও কেন্দ্রস্থলে ১টি চুড়া আছে।

(চিত্র-৬: বড় শিব মন্দির)

(চিত্র-৭: জগন্নাথ/রথ মন্দির)

জগন্নাথ/ রথ মন্দির: বড় শিব মন্দির সংলগ্ন পূর্বদিকে শিবসাগর নামক দীঘির দক্ষিণ পাশে জগন্নাথ বা রথ মন্দির অবস্থিত। দোতলার কক্ষটি ছোট এবং চারপাশে উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দিরটি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রানী ভূবনময়ী কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়।

চারআনি জমিদারবাড়ী ও মন্দিরসমূহ: পাঁচআনি রাজবাড়ী থেকে প্রায় ১২৫ মিটার পশ্চিমে শ্যামসাগর দিঘীর পশ্চিম পাড়ে পুঠিয়ার চারআনী জমিদার বাড়ী অবস্থিত। চারআনী জমিদার কর্তৃক বড় আহিক, ছোট গোবিন্দ ও গোপাল মন্দির নামে পরিচিত একই অঙ্গনে পাশাপাশি ৩টি মন্দির আছে।

(চিত্র-৮: চারআনি জমিদারবাড়ী)

বড় আহিক মন্দির: উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার পূর্বমুখি এ মন্দিরে পাশাপাশি ৩টি কক্ষ আছে। মাঝের কক্ষের পূর্বদিকে তিনটি খিলান প্রবেশ পথ এবং উপরে দোচালা আকৃতির ছাদ আছে। আয়তাকার কক্ষের দক্ষিণ ও উত্তর পাশের কক্ষ দুটি বর্গাকৃতির এবং পূর্বদিকে ১টি করে সরু খিলান প্রবেশ পথ আছে এবং ছাদ চৌচালা আকৃতির। মন্দিরটির সম্মুখের দেয়ালে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। পুঠিয়া চারআনি জমিদার কর্তৃক মন্দিরটি সতের-আঠার শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে জানা যায়।

(চিত্র-৯: বড় আহিক মন্দির)

ছোট গোবিন্দ মন্দির: বড় আহিক মন্দিরের উত্তর পাশে বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরটি ছোট গোবিন্দ মন্দির নামে পরিচিত। এক কক্ষ বিশিষ্ট মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সরু বারান্দা, দক্ষিণ দিকে ৩টি এবং পূর্ব দিকে ১টি খিলান প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের চারপাশের কর্ণারে ও দরজার দুপাশ পোড়ামাটির ফলক দ্বারা নান্দনিকভাবে সজ্জিত। এটির কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বাকানো ও উপরে একটি ফিনিয়েল বিশিষ্ট চুড়া আকৃতির ছাদ আছে। দেয়ালের ফলকগুলোতেও যুদ্ধের কাহিনী, বিভিন্ন হিন্দু দেব দেবীর চিত্র, সংস্কৃত ভাষায় রচিত পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত। এ মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৭/১৮ শতকে নির্মিত বলে জানা যায়।

(চিত্র-১০: ছোট গোবিন্দ মন্দির)

(চিত্র-১১: গোপাল মন্দির)

গোপাল মন্দির: চার আনি মন্দির চত্বরের উত্তর পাশে অবস্থিত আয়তাকার দ্বিতল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ৩টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের উত্তর দিক ব্যতিত অপর তিন দিকে বারান্দা আছে। মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য পশ্চিম দিকে ১টি সিড়ি আছে।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানঃ

হাওয়া খানা: পুঠিয়া-রাজশাহী মহাসড়কের তারাপুর বাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দক্ষিণে এবং পুঠিয়া বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে হাওয়াখানা অবস্থিত। দ্বিতল এ ইমারতের নীচতলার আর্চযুক্ত

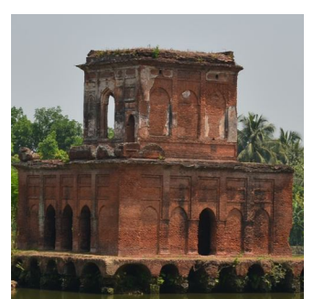

(চিত্র-১২: হাওয়াখানা)

এ ইমারতের দক্ষিণ পাশে দোতালায় উঠার জন্য সিড়ি আছে। পুঠিয়া রাজবাড়ীর সদস্যরা রাজবাড়ী থেকে রথ বা হাতীযোগে, পুকুরে নৌকায় চড়ে এসে অবকাশ যাপন এবং পুকুরের খোলা হাওয়া উপভোগ করতেন বলে জানা যায়।

কৃষ্ণপুর মন্দির (সালামের মঠ): পুঠিয়া বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর গ্রামে খোলা মাঠে এ মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি সালামের মঠ নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গোবিন্দ মন্দির। প্রবেশপথের উপরে ও দুপাশে পোড়ামাটির ফলকদ্বারা চমৎকারভাবে সজ্জিত।

(চিত্র-১৩: কৃষ্ণপুর মন্দির)

খিতিশ চন্দ্রের মঠ (শিব মন্দির): পুঠিয়া বাজারের ১ কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর গ্রামে ছোট আকৃতির এ মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে খিতিশ চন্দ্রের মঠ হিসাবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি শিব মন্দির। বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে খিলান দরজা আছে।

(চিত্র-১৪: খিতিশ চন্দ্রের মঠ)

কেষ্ট খেপার মঠ: বড় শিব মন্দির থেকে আনুমানিক ৫০০ মিটার পশ্চিমে রাম জীবনপুর গ্রামে অবস্থিত এ মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে কেষ্ট খেপার মঠ নামে পরিচিত। বর্গাকারে নির্মিত এর দক্ষিণ দেয়ালে ১টি মাত্র প্রবেশপথ আছে এবং উপরে ২৫টি মৌচাকৃতির ছাদ দ্বারা আবৃত। মন্দিরটি ১৮শ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে ধারনা করা যায়।

(চিত্র-১৫: কেষ্ট খেপার মঠ)

পুঠিয়া আসার মাধ্যম: রাজশাহী জেলা সদর হতে ৩২ কিঃমিঃ উত্তর- পূর্বে নাটোর মহাসড়ক অভিমুখে পুঠিয়া অবস্থিত। বাসে করে দেশের যে কোন স্থান হতে পুঠিয়া আসা যায় এবং ট্রেনে করে নাটোর অথবা রাজশাহী নেমেও সড়কপথে সহজে আসা যায়।

যোগাযোগঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঠিয়া

টেলিফোনঃ ০৭২২৮-৫৬১২১

মোবাইলঃ ০১৭৮৬৭০৮৪৪৪

ও

জনাব বিশ্বনাথ দাস

সাইট এটেন্ডেন্ট

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

০১৭৪৩-৪৪৪৫৫৯

সংকলন ও পরিকল্পনায়ঃ খোন্দকার ফরহাদ আহমদ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঠিয়া।

পুঠিয়া রাজবাড়ি ও মন্দিরসমূহ আমাদের জাতীয় সম্পদ,
এসব পুরাকীর্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের।